গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
রাজস্ব শাখা

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
সভার তারিখ	০৬/০৩/২০২২ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ৯-৩০ টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, রাজশাহী।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে এবং রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, সম্মানিত অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব ও মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), বিশেষ অতিথি জনাব সোলেমান খান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকাসহ আমন্ত্রিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান, মুজিববর্ষে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেবা গ্রহীতাগণের নিকট স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে ভূমি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন এর কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য আয়োজিত এ কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি), প্রতি জেলা হতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর ০২ (দুই) জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মশালার লক্ষ্য সফল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব আব্দুল জলিল, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী ভূমি সেবায় ডিজিটালাইজেশনের উপর আলোকপাত করেন এবং বর্তমানে এ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। ভূমি সেবা অটোমেশন কার্যক্রমের ফলে জনগণ ভোগান্তিবিহীন সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বস্তুগত ও অবস্তুগতভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে রোডম্যাপ ঠিক করেছেন তা অর্জন করতে ভূমি সেবা অটোমেশন ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, অনলাইন ভূমি সেবা ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করা হলে দেখা যায় যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মত এত বড় নেটওয়ার্কিং সিস্টেম কাভারেজ আর কোন মন্ত্রণালয়ের নেই। সেক্ষেত্রে জনগণের জন্য প্রদেয় সেবা প্রদান দ্রুততার সাথে দেয়ার মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

জনাব মোজাফফর আহমেদ (যুগ্ম সচিব) প্রকল্প পরিচালক, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প মুজিব শতবর্ষে আমাদের জন্য একটি বড় উপহার। দেশের আপামর জনগণ যাদের কোন না কোনভাবে একটু জমি আছে বা ঘর আছে তারাই এই প্রকল্পের সুফলভোগী। পর্যায়ক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল নাগরিক সেবা যেমন- ওয়ান স্টপ সার্ভিস, অনলাইন পেমেন্ট, ভূমির তথ্য হালনাগাদকরণ, চব্বিশ ঘন্টা হেল্পলাইন চালু ইত্যাদি একটি ছাতার নিচে সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়াই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা অনেকগুলো অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সহজীকরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ই-

নামজারি, অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হোল্ডিংএর ডাটা এন্ট্রি, ডিজিটাল রেকর্ডরুম, ই-পর্চা ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর হতে তথ্য, উপাত্ত, মতামত, ফিডব্যাক, সুপারিশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভূমি সেবা অটোমেশন সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। তাই বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সেবা অটোমেশন সংক্রান্ত এ কর্মশালাটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিকভাবে এ প্রকল্প ভূমি সেবার মান বৃদ্ধি, ভূমি প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং স্বচ্ছ, স্বয়ংক্রিয় ও আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে রাজস্ব আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এতে ভূমি সংক্রান্ত মামলা কমে আসবে, ফলে দেওয়ানি আদালতে রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার জট ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। ভূমির মালিকানা স্বত্বের ইতিবৃত্ত অনলাইনে পাওয়া যাবে। অটোমেশন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত সফটওয়্যার উন্নয়নে জন্য এক বা একাধিক আইটি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হবে। ভূমি সংক্রান্ত ১৪/১৫ টি কাস্টমাইজড ডাটাবেজ সফটওয়্যার সমন্বিত করে একটি ছাতার নিচে আনয়ন করে ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবাকে Land Service Gateway নামক সিস্টেমের আওতাভূক্ত করা হবে। আর এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতেও রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা যাবে। এ প্রকল্পে সকল জেলা প্রশাসক ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতি উপজেলায় ও মেট্রো সার্কেলে একজন করে কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ প্রদান করা হবে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমেই পরীক্ষা গ্রহণ করে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। সকল উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কম্পিউটারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এ সকল কার্যক্রম আগামী অর্থবছর থেকেই গ্রহণ করা হবে।

জনাব সোলেমান খান, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবিধ বিষয় নিয়ে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন ও বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারমূলক অটোমেশনের আবশ্যকতা তুলে ধরেন এবং তা বাস্তবায়নের রূপরেখার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ই-নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারি খতিয়ান, ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড, অনলাইনে হোল্ডিং এন্ট্রি, অনলাইন রিভিউ মামলা, মিস মামলা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার অ্যাপ, ই-বুক অ্যাপ, হাতের মুঠোয় ভূমি সেবা অ্যাপ, হটলাইন নম্বর (১৬১২২), নামজারি জমাখারিজ কেসের ডুপ্লিকেট খতিয়ান প্রদান, খতিয়ানের করণিক ভুল সংশোধন, ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আপত্তি নিষ্পত্তি, রিভিউ মামলা ব্যবস্থাপনা, মিউটেটেড খতিয়ান, উত্তরাধিকার সনদ যাচাই, অনলাইন শুনানী, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি তথ্য ব্যাংকসহ বিবিধ বিষয়ে সেবা প্রদানের সুবিধা এবং পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করেন। নামজারি নিষ্পত্তিতে রাজশাহী বিভাগের অগ্রগতি বেশ ভালো বলে তিনি উল্লেখ করেন। কোন কারণে নামজারি আবেদন নিষ্পত্তিতে যেন বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। নামজারির আবেদনকারী ডিসিআর এর টাকা পরিশোধে বেশি বিলম্ব করলে আবেদনকারীর সাথে প্রয়োজনে কথা বলে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেবা প্রদান জনগণকেন্দ্রিক করতে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে ভূমি সেবা অটোমেশন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। সময়ের চাহিদার নিরিখে জনগণকে কাঙ্খিত মানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি সেবা অটোমেশন কার্যক্রমের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম, কর্মপরিধি ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিষয়ে নিম্নরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
ভূমি জরিপের আধুনিকায়নে সর্বপ্রথম ম্যাপ ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

এক্ষেত্রে নিয়োজিত কোম্পানির মাধ্যমে ম্যাপ ডিজিটালাইজ করার পর নাগরিকের কাছে তা দৃশ্যমান করতে আরেকটি সফটওয়্যার তৈরি করে সেখানে নাগরিকের প্রবেশাধিকার প্রদান করা হবে। জনগণ ম্যাপ দেখতে পারবে এবং এটি ব্যবহার করতে পারবে। বর্তমানে ৫ কোটি ১৩ লাখ খতিয়ানের ডাটাবেইজ আছে এবং অবশিষ্ট খতিয়ানগুলো এবং আনমিউটেটেড খতিয়ানগুলোও ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সকল আপডেটেড খতিয়ানগুলো ডিজিটাল ফরম্যাটে থাকবে। যখন কোন ডিজিটাইজড প্লটে ক্লিক করা হবে তখন ম্যাপের সাথে মালিকানার তথ্যও চলে আসবে। যখন যে মৌজার এন্ট্রির কাজ শেষ হবে সে মৌজার তথ্য প্রকাশ করা হবে। এই ডাটাবেইজ তৈরির পর ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। ডিজিটাল জরিপের জন্য আধুনিক ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হবে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ড্রোন, GNSS (Global Navigation Sattellite System) এবং ইটিএস সিস্টেম। কাগজে অংকিত হাতে তৈরি করা কোন ম্যাপ থাকবেনা। ডিজিটাল সার্ভের জন্য সারা বাংলাদেশে ২ লাখ ৫৯ হাজার পিলার স্থাপন করা হবে এবং প্রত্যেকটি পিলারের মিলিমিটার লেভেলের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ নির্ধারণ করা হবে। ফলে রেফারেন্স পিলারের জন্য আর কোথাও গমনের প্রয়োজন হবেনা। এই পিলার স্থাপনের পরে পরীক্ষামূলকভাবে পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলায় ডিজিটাল সার্ভে করা হবে। কারণ এই দুই জেলায় আরএস ম্যাপ নেই। প্রাইভেট সেক্টরের ডিজিটাল ম্যাপ করার মত সক্ষমতা আছে কিনা তা দেখার জন্য পটুয়াখালী জেলার ইটবাড়িয়া নামে একটি মৌজার ডিজিটাল সার্ভে করার জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। ১৮৮৫ সালের ভূমি জরিপ আইনের আরও আধুনিকায়ন করা হবে। ভূমি জরিপের জন্য যেসব স্তর আছে তা প্রয়োজনে কমিয়ে এনে একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করার কথা ভাবা হচ্ছে। ডিজিটাল জরিপে এক খতিয়ানের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির নাম রাখা হবেনা, কোন প্লট শেয়ার করা হবেনা অর্থ্যাৎ এক ব্যক্তির এক খতিয়ান করা হবে যা জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে যুক্ত করা হবে।

ভূমি সেবার আধুনিকায়নে ভূমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে জলমহাল ইজারা প্রদান পর্যন্ত যতগুলো ভূমি সেবা আছে সবগুলো ডিজিটাইজড হবে। এখন এক একটি সেবা ভিত্তিক ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সকল ভূমি সেবাকে এক প্লাটফরমে আনয়ন করা হবে। এতে সেবা প্রত্যাশী নাগরিক land.gov.bd তে ক্লিক করলেই সকল সেবা পাবে এবং বিশ্ব মানের একটি সার্ভিস ডেলিভারি এ্যাপ থাকবে। তিনি জানান, আদালতে চলমান মামলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে জমি বিষয়ক জটিলতা। ভূমি অপরাধ আইনের উপর সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে বেশকিছু গ্রহণযোগ্য মতামত পাওয়া গেছে। এখন আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে উপস্থাপন করে শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন যা সময়ের প্রয়োজনে সংশোধন প্রয়োজন সে বিষয়ে কাজ চলছে। এছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ আইনটি সংশোধন করে আরও যুগোপযোগী করে ক্ষতিপূরণের পেমেন্ট iBAS এর মাধ্যমে দেওয়া হবে মর্মে উল্লেখ করেন। বর্তমানে কোন সংস্থার নামে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ভূমি তথ্য ব্যাংক হতে। এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের অফিসের তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে। কোন সংস্থা জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করলে তার পূর্বে অধিগ্রহণ করা জমি থাকলে তা যদি অব্যবহৃত থাকে তবে সেই সংস্থাকে সেটি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে, যাতে করে সরকারের নতুন প্রকল্পে আর অর্থ ব্যয় না করতে হয়।

জমির হাতবদলের ক্ষেত্রে মূল খতিয়ানের সাথে পরবর্তীতে একাধিক হোল্ডিং সৃষ্টি হলে যতগুলো হোল্ডিং হবে সেগুলোর তথ্য মূল খতিয়ানের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে যাতে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলেই কাজ করার সময় সিস্টেম থেকেই জমির সর্বশেষ তথ্যটি পেয়ে যান। এর ফলে কোনভাবেই জমি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিক্রয় করা বা অন্য কোনভাবে জালিয়াতি করার সুযোগ থাকবেনা। ভূমি মালিকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের আইনে এমন কোন পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্ট নেই যা জমির চূড়ান্ত মালিকানা ঘোষণা করে। জমির মালিকানা ও ব্যবহার আইন তৈরি করা হবে যে আইনের মূল ভিত্তি হবে CLO (Certificate of Land Wonership)। CLO নিরূপণে ডিজিটাল রেকর্ডরুম ও মিউটেশন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর মাধ্যমে CLO ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ডাকযোগে খতিয়ান সরবরাহ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ডাক বিভাগের সাথে পর্চা সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন করা

হয়েছে, যার ফলে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। সব জেলা হতে ডাকযোগে খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে। কল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদান আরও সহজসাধ্য করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬১২২ হটলাইন নম্বরে কল করে জনগণ হোল্ডিং এন্ট্রির রেজিস্ট্রেশন করছে এবং নামজারির আবেদন করছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে কর্মকর্তাদের পদায়নের পূর্বেই ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এতে সদ্য যোগদানকৃত সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ প্রয়োজনীয় আইন কানুন জেনে সহজেই জনগণকে সেবা প্রদান করতে পারছেন।

অতঃপর তিনি কর্মশালায় নিম্ন বর্ণিত নির্দেশনা প্রদান ও তথ্য অবহিত করেন:

১। ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর আওতায় রাজশাহী বিভাগে অবশিষ্ট ৪৭,১২৮টি হোল্ডিং এন্ট্রি ও অনুমোদনের কার্যক্রম জুন/২০২২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে।

২। ম্যানুয়ালি মিউটেটেড খতিয়ানগুলো আপলোড সম্পন্ন করতে হবে।

৩। এন্ট্রি সম্পন্ন হয়নি এরূপ এসএ খতিয়ান ডাটাবেইজে আপলোড করতে হবে।

৪। মিউটেটেড খতিয়ানগুলোর ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। এই ডাটা এন্ট্রির জন্য প্রয়োজনে যুব সম্প্রদায় ও রোভারদের আউটসোর্সিং করে কাজে লাগাতে হবে।

৫। কল সেন্টারে ১৬১২২ নম্বরে কল করে হোল্ডিং রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা যায়, এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়টি প্রচারের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। যেসব ব্যক্তি নিজে থেকে অনলাইনে হোল্ডিং রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাদের হোল্ডিং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদন করে দিতে হবে।

৬। বিকাশ এ্যাপ এর পে বিল অপশন থেকে সরকারি ফি এর Land Development Tax ট্যাব থেকে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করার বিষয়টি জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। রাজশাহী বিভাগের ১৫ টি উপজেলার কিছু ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে দাগ সেটিং সম্পন্ন না হওয়ায় তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

৮। আরএস রেকর্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে এসএ রেকর্ডভূক্ত যে সকল হোল্ডিং ইতোপূর্বে এন্ট্রি হয়েছে তা বহাল রেখে আরএস রেকর্ডভূক্ত হোল্ডিং এন্ট্রি ও অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৯। নামজারি খতিয়ান এন্ট্রির ক্ষেত্রে মূল খতিয়ানের জমি শূন্য হয়ে গেলেও তা এন্ট্রি করতে হবে যাতে এরূপ খতিয়ানের সংযোগ মূল খতিয়ানের সাথে করা যায়।

১০। সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউপি সচিব ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১১। আগামী মাস থেকে কল সেন্টারে কল করে নামজারির আবেদন দাখিল করা যাবে।

১২। ই-নামজারি সিস্টেমে ওয়ারিশ ট্যাবে অনলাইনে ওয়ারিশান সনদ সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। ভূমি ব্যবস্থাপনায় কর্মরতদের স্মার্ট ফোনে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্তা অ্যাপ ইন্সটল করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন ও অ্যাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন বিষয়ক বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যার সমাধান জরুরি, তা ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

১৫। জনগণের কাছ থেকে একমাত্র জমির দলিল ছাড়া আর কোন কাগজপত্র নেওয়া হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন কারণ কোন কাগজের মালিক জনগণ নয়। সবকিছু সরকারের কাছেই সংরক্ষিত আছে।

১৬। মিউটেশনের সময় নাগরিকের কাছ থেকে নির্ভুল তথ্যবহুল একটি আবেদন পত্র নিতে হবে। আবেদনের ফিস কেউ ম্যানুয়ালি দিতে পারবেনা।

১৭। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দখল নেই শুধু এ কারণে নামজারির আবেদন নামঞ্জুর করা যাবেনা। অনেক সময় ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত জমি জমির মালিকের দখলে থাকে না, কিছু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা মসজিদ বহু বছর ধরে কোন জমিতে নির্মিত হলেও কাগজ নেই, আবার ওয়ারিশান সম্পত্তি অন্য ওয়ারিশের পরিচয় গোপন করে অসাধু ব্যক্তি রেকর্ড করে নিয়েছে, কিন্তু যার নামে রেকর্ড হয়নি তার দখলেই আছে এরূপ ক্ষেত্রে নামজারির আবেদন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৮। নামজারির ক্ষেত্রে আবেদিত সম্পত্তি মর্টগেজভূক্ত কিনা তা ডাটাবেইসভুক্ত থাকলে নামজারি করার পূর্বে যাচাই করে নেয়া সম্ভব হবে। এজন্য আগামী মাস থেকে সফটওয়্যার চালু হবে এবং ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মর্টগেজের তথ্য এন্ট্রির ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

উন্মুক্ত আলোচনা শুরুর পূর্বে অনলাইন হোল্ডিং এন্ট্রির টেকনিক্যাল পার্টনার জনাব শামীম আহমেদ জানান, হোল্ডিং এন্ট্রির ক্ষেত্রে নাটোরের উপজেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে কিন্তু পুরো জেলা হতে সামষ্টিক কোন লক্ষ্যমাত্রা তারা পাননি। বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হতে হোল্ডিংয়ের পুরোপুরি লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায়নি। বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার আদমদিঘী সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও সান্তাহার সদর ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে এখনও দাগ সেটিং পাওয়া যায়নি। এছাড়া বগুড়া সদর, গাবতলী উপজেলার কিছু অফিস, জয়পুরহাটের কালাই, নওগাঁর মান্দা ও সিরাজগঞ্জের চৌহালি ও তাড়াশ উপজেলার কিছু অফিসে স্লাব অনুযায়ী দাগ সেটিং করা হয়নি। দাগ সেটিং না হলে প্রত্যেকটি হোল্ডিংয়ের সঠিকভাবে দাবি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

অতঃপর সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এর সঞ্চালনায় উন্মুক্ত পর্বে নিম্নরূপ আলোচনা করা হয়:

জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, পৌর ভূমি অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া জানান, তার ইউনিয়নে এসএ খতিয়ান মূলে প্রায় ৩০০/৪০০ এর মত হোল্ডিং এন্ট্রি করা হয়েছিল। কিন্তু তার এক মাস পরেই আরএস রেকর্ড আসে। এরপর এসএ রেকর্ড মুছে দিয়ে সেখানে আরএস দিয়ে পুনরায় হোল্ডিং এন্ট্রি করা হয়েছে। কিন্তু টেকনিক্যাল পারসন এক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, এসএ মূলে যেগুলো এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে সেগুলো সেরকমই থাকবে এবং

আর্কাইভে থাকবে। বরং আরএস রেকর্ড এর পরের সিরিয়াল ধরে এন্ট্রি দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বলেন, যেসব জায়গায় সম্প্রতি এসএ থেকে আরএস রেকর্ড হয়েছে এবং এসএ মূলে পূর্বেই হোল্ডিং এন্ট্রি হয়ে গেছে সেসব জায়গায় এসএ রেকর্ড অনুসারে এন্ট্রিকৃত তথ্য বহাল রেখে আরএস এর জন্য নতুন হোল্ডিং এন্ট্রি করতে হবে।

জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, পৌর ভূমি অফিস, ঈশ্বরদী, পাবনা জানান, উপজেলা পরিষদের ভূমি উন্নয়ন করের ২% টাকা অনলাইনে কিভাবে নিষ্পত্তি হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এক্ষেত্রে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৯৮% টাকা সরকারি কোষাগারে এবং ২% টাকা উপজেলা পরিষদের ফান্ডে চলে যায়।

জনাব রূপালী রানী সাহা, ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নয়ালাডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৫ বিঘার নিচের মালিকের একই জমি ১০ বছর আগে ধানী ছিল কিন্তু ১০ বছর ধরে তা আম বাগানে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণে করণীয় কি জানতে চান। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান দুটি দাখিলা কেটে মওকূফ দাখিলার জন্য একটি এবং বাগানের জন্য প্রযোজ্য হারে এলডি ট্যাক্স আদায়পূর্বক আরেকটি দিতে হবে।

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ নামজারির আবেদনে দাগ, নাম বা খতিয়ান নাম্বার ভুল হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সংশোধন করতে পারেন কিন্তু মৌজার নাম ভুল হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সংশোধন করতে পারেননা। এক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সংশোধন করার সুবিধা দেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুরোধ করেন। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান মৌজার নাম যেহেতু সিস্টেম থেকে সিলেক্ট করতে হয় সেজন্য এটি করণিক ভুল নয় এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিজে এটা সংশোধন করতে পারেননা। তবে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ আছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), পবা, রাজশাহী জনাব শেখ এহসান উদ্দীন জানান, একটি জমির উপর একাধিক দলিল থাকলে কখনও কখনও আদালতে মামলা থাকে এবং এক্ষেত্রে আবেদন ম্যানুয়ালি আসে। যখন ই-নামজারি করা হয় তখন আদালতে মামলার বিষয়টি জানা যায়না। এক্ষেত্রে মামলার বিষয়টি ডাটা এন্ট্রি বা অন্য কোনভাবে অনলাইনে ডাটাবেইজ করে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় কিনা তা জানতে চান। কর্মশালায় এ বিষয়টি পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), শাজাহানপুর, বগুড়া জনাব মোঃ আশিক খানএকজন নাগরিক অনলাইনে ভুলভাবে নামজারির আবেদন দাখিল করলে করণীয় কি সে বিষয়ে জানতে চান। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টারি আবেদন দাখিল করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঁঠিয়া, রাজশাহী বলেন এজমালিতে জমির চৌহদ্দি নিয়ে এখনও সমস্যা বিদ্যমান। একজন ব্যক্তি জমির ভূমি উন্নয়ন কর দিতে গেলে তাকে সম্পূর্ণ জমির ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হবে কিনা সেটা নিয়ে জমির মালিকগণের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে বন্টননামা দলিল করলে এই সমস্যার সহজেই সমাধান করা সম্ভব।

জনাব মির্জা ইমাম উদ্দীন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে প্রিন্টেড দাখিলা প্রদান অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রস্তাব দেন। এছাড়া তিনি জানান, অনলাইনে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের পর টাকা জমা হতে অনেক সময় (৫/৭ দিন) লেগে যাচ্ছে। সময়টা আরেকটু কমিয়ে আনার বিষয়ে সুপারিশ করেন। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান, দাখিলা প্রিন্ট এবং সরবরাহকরণ একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হবে। ইলেক্ট্রনিক

দাখিলার প্রচলন করার লক্ষ্যে একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছে। টাকা জমা দানের সময় কমিয়ে আনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, iBAS এর সক্ষমতা কম থাকায় সেখানে প্রতিদিন ৫ লাখ ট্রানজেকশন করা সম্ভব। কিন্তু ভূমি উন্নয়ন কর ও নামজারির ক্ষেত্রে ট্রানজেকশন ২০ লাখের উপরে। এ সমস্যার সমাধানে কাজ করা হচ্ছে। মিউটেশনের ক্ষেত্রে টাকা জমা করার পর যখন সিস্টেম থেকে বলে দেয় যে টাকা পেমেন্ট হয়ে গেছে তখন মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সাময়িক রশিদ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব মিল্টন চন্দ্র রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ ওয়ারিশগণের এজমালি হোল্ডিং থাকার কারণে কারও প্রয়োজন হলে নিজ অংশের ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণে করণীয় বিষয়ে জানতে চাইলে যার যার অংশের ভূমি উন্নয়ন কর দিয়ে সিস্টেমে নিজ নামে দাখিলা পাওয়া সম্ভব মর্মে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জানান, সেখানে গত তিন মাস ধরে ম্যানুয়াল দাখিলা দিয়ে আর কাজ করা হয়না। নাগরিকগণ ভূমি অফিসে না গিয়ে নিজেরাই ভূমি উন্নয়ন কর ইলেকট্রিসিটি বিলের মতই পরিশোধ করতে পারায় অনেক সন্তুষ্ট। কিন্তু সংস্থার দাবির ক্ষেত্রে এখনও অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান, বর্তমানে নাগরিকের অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। সংস্থা খুব বড় চ্যালেঞ্জ নয়। সংস্থার ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নাটোর জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম জানান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। আবার কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করতে হলেও কালেক্টরের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমতির তথ্যটি সফটওয়্যারে আপলোড থাকলে নামজারির সময় যাচাই করতে সুবিধা হবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনাব মোঃ মহসিন মৃধা জানান চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩০০০ এর উপর ভিপি ও খাস পুকুর আছে। পুকুর লীজ দেওয়ার আগে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শতভাগ এন্ট্রি দেওয়া হয়। নাচোল উপজেলাতেই ১৫০০ খাস পুকুর আছে। কিন্তু সেখানে মৎসজীবী সমিতি আছে ১৫ টি। প্রত্যেকটি সমিতি ২ টি পুকুর ইজারা নিতে পারবে। সে হিসেবে মাত্র ৩০টি পুকুর বিদ্যমান আইনের আওতায় ইজারা প্রদান করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট পুকুরগুলোতে খাস আদায়ে যেতে হবে। কিন্তু অনলাইন সিস্টেমে যাওয়ার কারণে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে পরবর্তী ধাপের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান, খাস আদায়ের সিদ্ধান্ত ১৪ এপ্রিলের পর আসবে এবং এ সময়ের পর জেলা প্রশাসকের সুপারিশক্রমে প্রয়োজনে পরবর্তী ধাপের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিস্টেমে সুযোগ দেয়া হবে।

জেলা প্রশাসক, রাজশাহী বলেন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণবিহীন। না জেনে আবেদন করতে গিয়ে অনেক সময় তারা ভুল করেন। যার ফলে নাগরিকের হয়রানি হয় এবং এতে অর্থ ও সময় দুটোরই অপচয় হয়। এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নাগরিকের হয়রানি কমবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজশাহী জেলায় প্রতি দুটি ইউনিয়নের জন্য একটি তহশিল অফিস রয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ জানান সেখানে প্রতি তিনটি ইউনিয়ন মিলে একটি তহশিল অফিস বিদ্যমান। ফলে দুটি জেলাতেই নাগরিকদের সেবা প্রদান করা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় জানান, উদ্যোক্তাদের নামজারির আবেদন দাখিলের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ম্যানুয়াল বা ভিডিও নির্দেশিকা তৈরি করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। উদ্যোক্তাগণ আবেদন দাখিল করার আগে তা দেখে কাজ করলে সমস্যার সমাধান হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি একাধিক ইউনিয়ন বিশিষ্ট ভূমি অফিসের ক্ষেত্রে ক্যাম্প অফিস করে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উন্মুক্ত আলোচনা শেষে কর্মশালায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মূখ্য সচিব ও মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) বলেন, নামজারির জটিলতা বা ভূমি সংক্রান্ত অনেক জটিলতা ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব। জেলা ভিত্তিক অনলাইনে অধিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ শেষে অটো সার্টিফিকেট সিস্টেম চালু থাকবে এবং প্রত্যেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করে সার্টিফিকেট অর্জন করবেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদেরও এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রাখা প্রয়োজন। এর জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা প্রয়োজন। নামজারির ক্ষেত্রে নাগরিকের পক্ষ থেকে ডিসক্লেইমার সার্টিফিকেট রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবা দরকার। তিনি জানান, প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে। একবারে সম্ভব না হলে প্রয়োজনে ফেইজ ভিত্তিক প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ভূমি অফিস নির্মাণ করা যেতে পারে। ভূমি সেবাকে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

সভাপতি ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণে ভূমি মন্তনালয় কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। রাজশাহী বিভাগে ভূমি অটোমেশন সংক্রান্ত যেসব কার্যক্রম চলমান সেগুলোর তথ্য এন্ট্রিকরণ এবং কর্মশালায় প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রুত সম্পন্নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি কর্মশালার মাননীয় প্রধান অতিথি ও সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, সম্মানিত অতিথি জনাব আবুল কালাম আজাদ, ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা; প্রকল্প পরিচালক, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম অটোমেশন প্রকল্পকে পুরো টীমসহ কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য পুনরায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে ভূমি সেবার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারীগণ, জেলা প্রশাসক, রাজশাহীসহ কর্মশালা আয়োজনে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ,
রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.৩৮.০০৩.২২.৪৩৯

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৮
০৮ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি) ও পরিচালক (স্থানীয় সরকার), রাজশাহী বিভাগ
৪) যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক, ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়
৫) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
৬) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৭) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট, রাজশাহী বিভাগ।
৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... রাজশাহী বিভাগ।
৯) সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), ... রাজশাহী বিভাগ।
১০) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে

প্রকাশের জন্য)।

১১) অফিস কপি ।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার